রাশি ফল

মনের মধ্যে নানান দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার একটা চোরা স্রোত চলছে। তাকে থামিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা রোহন করছে বটে। কিন্তু তা কিছুতেই বাগ মানতে চাইছে না। তাঁতির তাঁত বোনা মাকুর মত সশব্দ গতিশীল থেকেই যাচ্ছে। রোহন নিজের মধ্যে কেমন একটা বিপন্নতা বোধ করে—শরীরটা যেন তার নিজের নয়! পা-দুটো বড় দুর্বল লাগে। কোন রকমে শরীরটাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনটা বড় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

আজ অনেকগুলো পার্টির সঙ্গে দেখা করবে পরিকল্পনা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। কয়েকটা নতুন কন্ট্রাক্ট সাইন হবার আছে। আবার ক'জায়গায় কাজের রিপোর্ট নিতে হবে। রোহন একটা কোম্পানির সেল্‌স রিপ্রেজেন্‌টেটিভ। গত ক'দিন ধরে বড় অশান্তিতে আছে। একটা টার্গেট তার ওপর দেওয়া আছে। কিন্তু রোহন কিছুতেই সেই টার্গেটের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। ভাগ্যটা ভীষণ খারাপ—রাহুর দশা .....। বশের কাছে বড় হেয় হতে হচ্ছে, তাছাড়া .... তাছাড়া রোহন ভাবে, তার আর্থিক দিকটা বড় খারাপ জায়গায় চলে যাচ্ছে। রোহনের গলা শুকিয়ে ওঠে। কপালের রগ দুটো দপ্ দপ্ করে। ঘাড়ের মাঝে কেমন একটা আড়ষ্ট ব্যথা। ঘাড়টাকে সোজা টানটান করে রাখতে পারছে না। শরীরটা দরদরিয়ে ঘামছে।

সামনে একটা পরিচিত রেস্তোঁরা দেখে রোহন ঢুকে পড়ে। বেসিনে গিয়ে চোখে মুখে ঘাড়ে জলের ঝাপটা দেয়। চেয়ারে বসে। একটু সুস্থ হতে চায়। মনটাকে একটু হাল্কা করতে চাইল। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চোখটা বুজিয়ে ব্যাক সিটে মাথাটা হেলিয়ে দিল। আর তখনই হঠাৎ করে কানের মধ্যে বেজে উঠল স্টীমারের ভোঁ ....। মনের গভীরে জেগে উঠল কত ছবি ... ছোট বড় ঢেউ নদীর বুকে খেলে চলেছে। ছোট ছোট নৌকোগুলি দোল খায়। পারে পারে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। রোহনের বন্দী মনটা মুসাফির হতে চায় নদীর পারে পারে। নদীর ধারে মুক্ত বাতাস বুক ভরে নিয়ে মনে প্রাণে সুস্থ হতে চায় রোহন, এই রুক্ষ জীবন থেকে।

—বাবু চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বয়-এর কথা শুনে রোহন আবার নিজের মধ্যে ফেরে।

উল্টো দিকে একজন একটা খবরের কাগজ পড়ছে। যে পাতাটা চোখের সামনে খোলা তাতে রোহন দেখতে পেল রাশি ফলের সারি—আজকে আপনার দিনটা কেমন যাবে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে নিজের রাশি ফলে চোখ বোলায় রোহন—'আজকে আপনার সৌভাগ্যের বড় যোগ আছে গণেশের কৃপায়'... । তৎক্ষণাৎ একটা ম্যাজিক

খেলে যায় রোহনের মনে। শরীরটা বেশ হাল্কা লাগে কিছু পরে— বুকের ভেতর কেমন একটা আশা ভরসা জেগে ওঠে, স্বগত সংলাপে রোহন বলে নিশ্চয়ই হবে, কাজগুলো তুলতে পারলে ভাবনা অনেকটাই কেটে যাবে। আজকের দিনটা বড় তাৎপর্যপূর্ণ—কাজে লাগাতেই হবে। বিশ্বাসে মনটা সজীব হয়ে ওঠে।

রোহন রাস্তায় নেমে পড়ে। বাস ধরে। মনে মনে ঠিক করে নেয় কোথায় কোথায় যাবে। যে তিনটে নতুন অর্ডার আছে .... আগে সেখানে যাবার দরকার। বাকী ক'টা পার্টির স্যাটিসফ্যাক্টারি রিপোর্টের ওপর নির্ভর করছে। তবে রোহন যদ্দুর জানতে পেরেছে পার্টিরা নাকি খুশি। সুতরাং ..., মনে মনে রোহন টগ্‌বগিয়ে ওঠে।

একটা বিশাল অফিস বিল্ডিং। এক একটা ফ্লোরে খান কয়েক করে অফিস—টিপ্‌টপ্, ঝকঝকে সাজানো গোছানো। রোহন প্রথম অফিসটাতে ঢুকে রিসেপ্‌সনিস্টের কাছে ভিজিটার স্লিপ পূরণ করে দেয়—মিস্টার সৌভিক দত্ত। রিসেপ্‌সনিস্টের হাতের ইশারায় .... রোহন বুঝতে পেরে থ্যাঙ্কস্ বলে সোফায় বসে। অনেকটা সময় কেটে যায়। এক সময় মিস্টার দত্ত সামনে এসে দাঁড়ালেন। রোহন উঠে দাঁড়াতে চাইলে, দত্ত সাহেব বসতে বলে নিজেই পাশে বসলেন। বললেন, সরি ... মিস্টার রোহন সোম আপনাদের রেটটা অনেক বেশী। ফলে আমরা অন্য একটা কোম্পানিকে কাজটা দিয়ে দিয়েছি। আমরা আপনাদের এনলিষ্ট করে নিয়েছি। পরে সুযোগ দেবার চেষ্টা করব। মিষ্টার দত্ত উঠে গেলেন। রোহন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু দত্ত সাহেব তখনই তাঁর চেম্বারে ঢুকে গেলেন।

অগত্যা রোহন উঠতে বাধ্য হল। মনটা দমে গেল, প্রথম কাজেই বাধা। তবু নিজেকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে ভাবনার কিছু নেই—কদম কদম বারায়ে যা .... আজ যে সৌভাগ্যের যোগ আছে।

সিক্সথ্ ফ্লোর। রোহন লিফ্‌টে করে উঠে আর একটা অফিসে ঢুকল। রিসেপ্‌সনিষ্ট চেয়ারে নেই। কয়েকজন সোফায় বসে আছে। সামনেই টেবিলের ওপর পড়ে ছিল ভিজিটার স্লিপ। পূরণ করতে করতে রিসেপ্‌সনিষ্ট ভদ্র মহিলা এসে গেলেন। হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে রোহন সোফায় একটু জায়গা করে নিয়ে বসে।

হঠাৎ পিওন এসে ডাকে বিশেষ এক কোম্পানির নাম ধরে। এক ভদ্রলোক উঠে পিওনের পেছনে পেছনে অফিসের ভিতর চলে গেল। রোহনের বুক বিজাতীয় এক আতঙ্কে বা উৎকণ্ঠায় মোচড় খেল। পিওন এসে কোম্পানির যে নামটা ডাকল—এতো তাদেরই লাইন অফ্ বিজনেস। তবে কি ... ! চিন্তিত রোহন মনের মধ্যে জোর এনে স্বগতোক্তি করল—তাতে কি, হতেই পারে .... অত ভাবনা কিসের?

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। বুক ভরা আশা নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে রোহন—কখন ডাক আসে? কিছু পরে দেখল সেই ভদ্রলোক হাসি মুখে বেরিয়ে গেল। তবে কি ...., রোহনের বুকের মধ্যে পেটা ঘড়ির জলদ গম্ভীর শব্দ ধাক্কা মারতে লাগল।

এমন সময় পিওন এসে রোহনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিশেষ একটা চেম্বারে

ঢুকতে ইশারা করল। চেম্বারে ঢুকতেই মিস্টার মুখার্জী হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যাণ্ডসেক করতে। কিছুটা উৎকণ্ঠার কিছুটা বা খুশির মিশ্র হাসির রেখা মুখে নিয়ে হ্যান্ডসেকটা সেরে নিল রোহন।

—বলুন রোহনবাবু, কেমন আছেন?

প্রত্যুত্তরে রোহন বল্‌ল, ভাল স্যার। আপনি কেমন আছেন? কিছু পরে রোহন বল্‌ল আমাদের ওয়ার্ক অর্ডারটা স্যার।

রিভল্বিং চেয়ারে একটু ঘুরে ট্যারচা হয়ে বসে মিস্টার মুখার্জী বললেন, আর বল্‌বেন না রোহনবাবু, আমাদের একজন পুরোন কন্ট্রাকটার আছেন। কি সব অসুবিধা থাকাতে এবং ভদ্রলোকের হঠাৎ অসুস্থতার কারণে কিছু দিন কাজ করতে পারেন নি। আজ ভদ্রলোক দেখা করে প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে অনেক রিকোয়েষ্ট করলেন, কাজটা যেন চলে না যায়। দেখবেন স্যার ... বড় হেল্পলেস পজিসানের জন্য ঠিক ঠিক সার্ভিস দেওয়া যায়নি। এখন সব ঠিক করে নিয়েছি। আর কোন অসুবিধা হবে না স্যার। কাজটা চলে গেলে মারা পড়ে যাব স্যার।

মিস্টার মুখার্জী রোহনের মুখোমুখি সোজা হয়ে বসে হাসি মুখে বল্‌লেন, একজন পুরোনো কন্ট্রাক্টর, তার ওপর বয়স্ক মানুষ, হঠাৎ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন .... আমাদের তো তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কি বলেন, হিউম্যানিটি বলে তো একটা জিনিষ আছে। তাই ..., ফার্দার ওয়ার্ক অর্ডারটা দিয়ে দিলাম। এর পরে ফেল করলে আপনার চান্স। বলুন ভালো করিনি?

রোহন ঢোক গিলতে গিলতে মুখাবয়বে একটা শুকনো হাসির প্রলেপ লাগিয়ে বল্‌ল, নিশ্চয় স্যার হিউম্যানিটি হারালে চলবে কি করে স্যার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ—আপনার এই মূল্য বোধের জন্য। আজ তো স্যার এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষ বড় মেক্যানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে...।

—ঠিক, ঠিক রোহনবাবু, রোহন উঠে দাঁড়ায়।

—স্যার আজ আসি। পরে না—হয় আমাদের সুযোগ দেবেন। থ্যাঙ্কস্ এ লট্ ... স্যার।

—অব্‌ভিয়াসলি। আন্ডার এনি সারকাম্‌সট্যান্সেস।

রোহন চেম্বার ছেড়ে অফিসের বাইরে এল। স্টেয়ারকেসের কোণে লম্বালম্বি কাঁচের জানালা। জানলাটা একটু খুলে একটা সিগারেট ধরালো। মনের মধ্যে এক রাশ চিন্তার জট পাকাতে লাগল—সিগারেটের ধোঁয়ার কুন্ডলির মত।

কিছু পরে রাস্তায় নেমে এসে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল রোহন। কয়েকটা বাড়ির পরেই স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটা শাখা। ঐ ব্যাঙ্কেও আজ দেখা করতে হবে। ওদের একটা ডেমন্সট্রেসন দেওয়া হয়েছিল—রিপোর্ট ভাল, যদ্দুর খবর আছে। অন্তত: এই কাজটা আজ তুলতেই হবে। ফুটের ওপর একটা চায়ের দোকান দেখে এক কাপ চা নিল রোহন। সঙ্গে একটাকা দামের দুটো খাস্তা বিস্কুট—পেটের মধ্যে কেমন একটা খিদে ঘোরপাক খাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে।

ধীরে ধীরে ক'টা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে কাঁচের দরজাটা ঠেলে ব্যাঙ্কে ঢোকে রোহন। ব্র্যঞ্চ ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ঝকঝকে চেম্বার। প্লাইউডের ওপর সানমাইকা লাগানো দেওয়াল। মোটা কাঁচের বড় সড় দরজা লাগানো। সামনে গিয়ে দেখল ভেতরে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সামনে ক'জন বসে আছে। কিছু জরুরী কাজের কথা চলছে। কাস্টমার নিশ্চয়। বাইরে সোফাপাতা। এখন ঢোকা ঠিক হবে না মনে করে রোহন সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একের পর এক সবাই বেরিয়ে যেতে রোহন কাঁচের দরজা টেনে উঁকি মেরে বলল, 'মে আই কাম ইন স্যার। ভেতরের সমর্থন পেয়ে ম্যানেজারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু চোখে ম্যানেজার রোহনের দিকে তাকালেন। রোহন পরিচয় দিয়ে কাজের কথাটা বলতেই ম্যানেজার রোহনকে বসতে বলে চেম্বারের বাইরে চলে গেলেন।

কিছু পরে একজনকে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন। রোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, সরি ... আপনাদের কাজটা ভাল হয়নি। রোহন জিজ্ঞেস করতে যাবে অন্যজন বললেন, ভেরী ব্যাড্ পারফরমেন্স। আপনাদের আমরা কাজ দিতে পারছি না। রোহন বলতে চাইল, কি ডিফেক্ট একটু বলুন না স্যার—ইফ্ এনি সাজেসান .... । আমরা আবার একটা .... কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ম্যানেজার বললেন, অন্য একটা কোম্পানী অনেক ভাল পারফরমেন্স সো করেছে। দ্যাট্স হোয়াই, উই অলরেডি অর্ডার্ড্ দেম্।

—স্যার ... রোহন বলতে চাইল, কিন্তু ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, সরি.... আমাদের আর কিছু করার নেই।

রোহন নমস্কার জানিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। পুরো ব্রাঞ্চটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে চরম হতাশায় টলতে টলতে ব্যাঙ্কের বাইরে এসে দাঁড়াল। ফুটপাথের ধারে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে লোহার রেলিং এর ওপর শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে একটু স্থিতু হতে চাইল। একটার পর একটা ব্যর্থতায় মাথাটা আবার যন্ত্রনায় দপ্‌দপিয়ে উঠতে চাইছে—আবার একটা নিস্ফলা দিন। দু-হাতে রেলিংটা শক্ত করে ধরে সোজা হয়ে মাথাটা ওপর দিকে তুলে আকাশের দিকে তাকাতে চাইল। আকাশে তখন কালো মেঘ জমেছে। হয়তো বৃষ্টি নামবে।

পাশেই দেখল একটা পত্র-পত্রিকার স্টল বসেছে। নজরে পড়ল সেই দৈনিক খবরের কাগজটার নাম। হেঁট হয়ে পত্রিকাটা তুলে নিল। পয়সা দিয়ে কিনে নিল। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে সেই নির্দিষ্ট পাতায় 'আজকে আপনার ভাগ্য-রাশি ফলে' চোখ বোলাল, 'আজ বিশেষ কোন সুখবরে আপনার মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে। পড়ে থাকা কাজগুলো সেরে ফেলুন। কম বেশি সব কাজই আজ সাফল্য পাবে। সময় পেলে ছোট খাটো ভ্রমণ সেরে ফেলুন। দিনটি আজ আপনার পক্ষে শুভ।' রোহন কিছুক্ষণ ধরে লাইনগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, শালা, যত্ত সব বুজরুকি ... ঠক্‌বাজের দল! এই ভাবে এরা মানুষের মনকে এক্সপ্লয়েট করে ...।

রোহনের চোখের সামনে সেই ভদ্রলোকের মুখটা ভেসে উঠলো তার কথাগুলো কানে বাজলো— "এ গুলো সব কাকতালিয় ব্যাপার। দেখছেন না চারিদিকে কেমন জ্যোতিষীদের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। এখন তো আবার টি ভি চ্যানেলেও চালু হয়ে গেছে—রাহু, শনি, কেতুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার ঢালাও প্রেসক্রিপসান দিচ্ছে। কত মাদুলি, স্টোন, অষ্ট ধাতুর বাজু বন্ধ—সৌভাগ্যের চাষ হচ্ছে মশাই।

রোহন মনের এই সব আবর্জনাময় দুর্বলতাকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে পরের কাজগুলোর জন্য টানটান উদ্দীপনায় এগিয়ে চলে। ❐

গণেশ সাধুখাঁ